ইসলামের ইতিহাস

(আদি থেকে অন্ত)

সংকলন
এস. এম. নাহিদ হাসান

সম্পাদনা
উস্তায ইমরান রাইহান

Al Quraner Vasha Institute
Block DHA, Mirpur 12, Dhaka
www.alquranervasha.com
+8801712529298

সূচিপত্র

১. নবীদের কাহিনী ১০

নবীগণের সঠিক সংখ্যা ১১
আদম (আ) থেকে মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সময়কাল ১২
কুরআনীয় ইতিহাসের ক্রমধারা ১৪
নবীদের আগমন স্থান ১৬
আদম (আ) ১৮
ইদ্রিস (আ) ২২
নূহ (আ) ২৩
হুদ (আ) ২৯
সালেহ (আ) ৩২
ইবরাহীম (আ) ৩৬
লূত (আ) ৪৫
ইসমাঈল (আ) ৪৯
ইসহাক (আ) ৫১
ইয়াকুব (আ) ৫৩
ইউসুফ (আ) ৫৫
আইয়ূব (আ) ৫৯
শোয়াইব (আ) ৬১
মূসা (আ) ৬৪
ইউশা ইবনে নুন (আ) ৯০
হিযকিল (আ) ৯২
শ্যামুয়েল (আ) ও দাউদ (আ) ৯৪
সুলাইমান (আ) ১০২
বনী ইসরাইলের বিভক্তি ১১০
ইলিয়াস (আ) ১১২
আল-ইয়াসা (আ) ও যুলকিফল (আ) ১১৫
ইউনুস (আ) ১১৭
যাকারিয়া (আ) ও ইয়াহইয়া (আ) ১২০
ঈসা (আ) ১২৪

২. কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, জাতি ও স্থান ১৩২

জ্ঞানী লুকমান ১৩৩

ইরাম গোত্র ১৩৪
তুব্বা এর জনপদ ১৩৫
রস এর বাসিন্দা ১৩৭
হারূত-মারূত ১৩৮
শহরের বাসিন্দা ১৩৯
গুহার অধিবাসী ১৪১
সাবিয়ান জনগোষ্ঠী ১৪৩
মাজুসী ১৪৪
সাইলুল আরিম ১৪৫
গর্তের মানুষেরা ১৪৭
উদ্যানের মালিকেরা ১৪৮
হস্তীর মালিক ১৫০
শীত ও গ্রীষ্মে ভ্রমণ ১৫১
আদনাল-আরদ ১৫২

৩. রসূলুল্লাহ (স) এর সীরাত ১৫৪

রাসুলুল্লাহ (স) এর সময়কার আরব শাসন ব্যবস্থা ১৫৬
রাসুলুল্লাহ (স) এর সময়কার আরব গোত্রসমূহ ১৫৭
রাসুলুল্লাহ (স) এর সময়কার ধর্মীয় অবস্থা ১৫৮
রাসুলুল্লাহ (স) এর বাল্যকাল ১৫৯
ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ১৫৯
প্রথম বিবাহ ১৬০
কাবা ঘর নির্মাণে অংশগ্রহণ ১৬০
নবুওয়াত লাভ ১৬১
প্রকাশ্য দাওয়াতের শুরু ১৬২
প্রথম হিজরত ১৬৩
সাহাবাদের আবিসিনিয়ায় হিজরত ১৬৪
প্রথম মাদ্রাসা ১৬৪
আবু তালিবের কাছে অভিযোগ ১৬৫
সামাজিক বয়কট ১৬৭
বয়কটের অবসান ১৬৮
দুঃখের বছর ১৬৯
দ্বিতীয় বিবাহ ও ত্বায়েফে গমন ১৭০
জিন দলের ইসলাম গ্রহণ ১৭১
ইসরা ও মিরাজ ১৭৩
আকাবার শপথ ১৭৪
মদীনাবাসীদের বায়াত ১৭৫

রাসুলুল্লাহ (স) কে হত্যার ষড়যন্ত্র ১৭৬
মদীনায় হিজরত ১৭৭
মদীনা জীবনের শুরু ১৮০
মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা ১৮১
মদীনার অধিবাসীরা ১৮১
মদীনা সনদ ১৮২
প্রাথমিক অভিযানসমূহ ১৮৫
ক্বিবলা পরিবর্তন ১৮৭
বদর যুদ্ধ ১৮৮
ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকাকে বহিস্কার ১৯৭
উহুদ যুদ্ধ ১৯৮
নজদের বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা ২০৪
বনু নাযিরকে বহিস্কার ২০৪
আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ ২০৬
বনু কুরায়যার যুদ্ধ ২১০
হুদায়বিয়ার সন্ধি ২১১
রাজা বাদশাদের পত্র প্রেরণ ২১৪
খায়বার অভিযান ২১৪
প্রথম উমরাহ ২১৬
মুতার যুদ্ধ ২১৬
হুদায়বিয়ার চুক্তি ভঙ্গ ও মক্কা অভিযান ২১৮
হুনাইনের যুদ্ধ ২২০
ত্বায়িফ অভিযান ২২২
তাবুক অভিযান ২২৩
নাজরানের প্রতিনিধি দল ২২৫
বিদায় হজ্জ ২২৭
শেষ দিকের আয়াত ২২৯
মহান রবের সান্নিধ্যে ২৩০
ইসলামের মৌলিক আহকাম সমূহ ২৩০
রাসুলুল্লাহ (স) এর পরিবার ২৩২
রাসুলুল্লাহ (স) এর ভূমি বিজয় ২৩৩

৪. খিলাফাতের ইতিহাস ২৩৪

আবু বকর (রা) ২৩৮
উমার (রা) ২৪১
উসমান (রা) ২৪৫
আলী (রা) ২৪৮

হাসান (রা)...২৫২
উমাইয়া খিলাফাত..২৫৩
মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা)..২৫৪
ইয়াজিদ ২৫৫
আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)...২৫৮
আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান...২৬১
ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেক...২৬২
উমার ইবনে আব্দুল আজিজ ২৬২
আন্দালুসে উমাইয়া শাসন (কর্ডোভা খিলাফাত) ২৬৪
উমাইয়া খিলাফতকালের কতিপয় উলামা ও পণ্ডিতগন ২৬৬
আব্বাসীয় খিলাফাতের সূত্রপাত..২৬৭
ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আলী ২৬৯
আব্বাসি খিলাফতের বিস্তার...২৭০
আব্বাসী আমলে বিভিন্ন রাজবংশ ২৮৩
ফাতেমীয় খিলাফত ২৯৩
আব্বাসী খিলাফতকালের কতিপয় উলামা ও পণ্ডিতগন ২৯৫
তাতারদের আক্রমণ এবং আব্বাসী খিলাফতের পতন.. ২৯৬
তাতারদের ইসলামি শাসন.. ২৯৭
মামলুকদের অধীনে আব্বাসী ছায়া খিলাফাত ২৯৮
উসমানী-খিলাফাত ২৯৯
উসমানীদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়... ৩০১
আরবে উসমানীদের রাজ্য বিজয় ৩০২
শাম ও মিশর বিজয় ৩০২
হিজায ও ইয়েমেন বিজয়..৩০৩
মাগরেবে উসমানিদের আধিপত্য...৩০৪
উসমানিদের ইরাক বিজয় ৩০৪
উসমানি খিলাফাতের পতন ৩০৫
১২৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ মধ্যবর্তী কতিপয় উলামা ও পণ্ডিতগন ৩০৭
ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও বিস্তার ৩০৮
দিল্লি সালতানাত...৩১১
মুঘল সাম্রাজ্য.. ৩১৫
বাংলায় ইসলাম ৩২০
আরব উপদ্বীপের সৌদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ৩২৫
প্রথম সৌদি রাষ্ট্র (দিরিয়া আমিরাত).. ৩২৫
দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্র (নজদ আমিরাত) ৩২৬
তৃতীয় সৌদি রাষ্ট্র ৩২৭
ইউরোপিয়ানদের মুসলিম ভূমি দখল.. ৩২৮

৫. খিলাফাত পরবর্তী ইতিহাস ৩২৯

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আরব ও আফ্রিকা ৩৩০
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৩৩০
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মুসলিমদের জড়িয়ে পড়া ৩৩২
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানিদের পরাজয়ের ফল ৩৩৪
ব্রিটেনের বাগদাদ দখল ৩৩৫
জেরুজালেম হাতছাড়া ৩৩৭
ব্রিটেনের প্রতারণামূলক তিন চুক্তি ৩৩৭
মানচিত্র বন্টন ৩৪২
ফিলিস্তিনের পরিণতি ৩৪৫
স্বাধীন জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম ৩৪৬
মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টানের জেরুজালেম ভাবনা ৩৫১
১৫০০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ মধ্যবর্তী কতিপয় উলামা ও পণ্ডিতগন ৩৫৪

৬. বিভিন্ন ভ্রষ্ট দল উপদলের ইতিহাস ৩৫৫

শিয়া ৩৫৬
খারেজী ৩৬৪
মুরজিয়া ৩৬৪
কাদারিয়া ৩৬৫
জাবারিয়া ৩৬৫
জাহমিয়া ৩৬৬
মুতাজিলা ৩৬৭

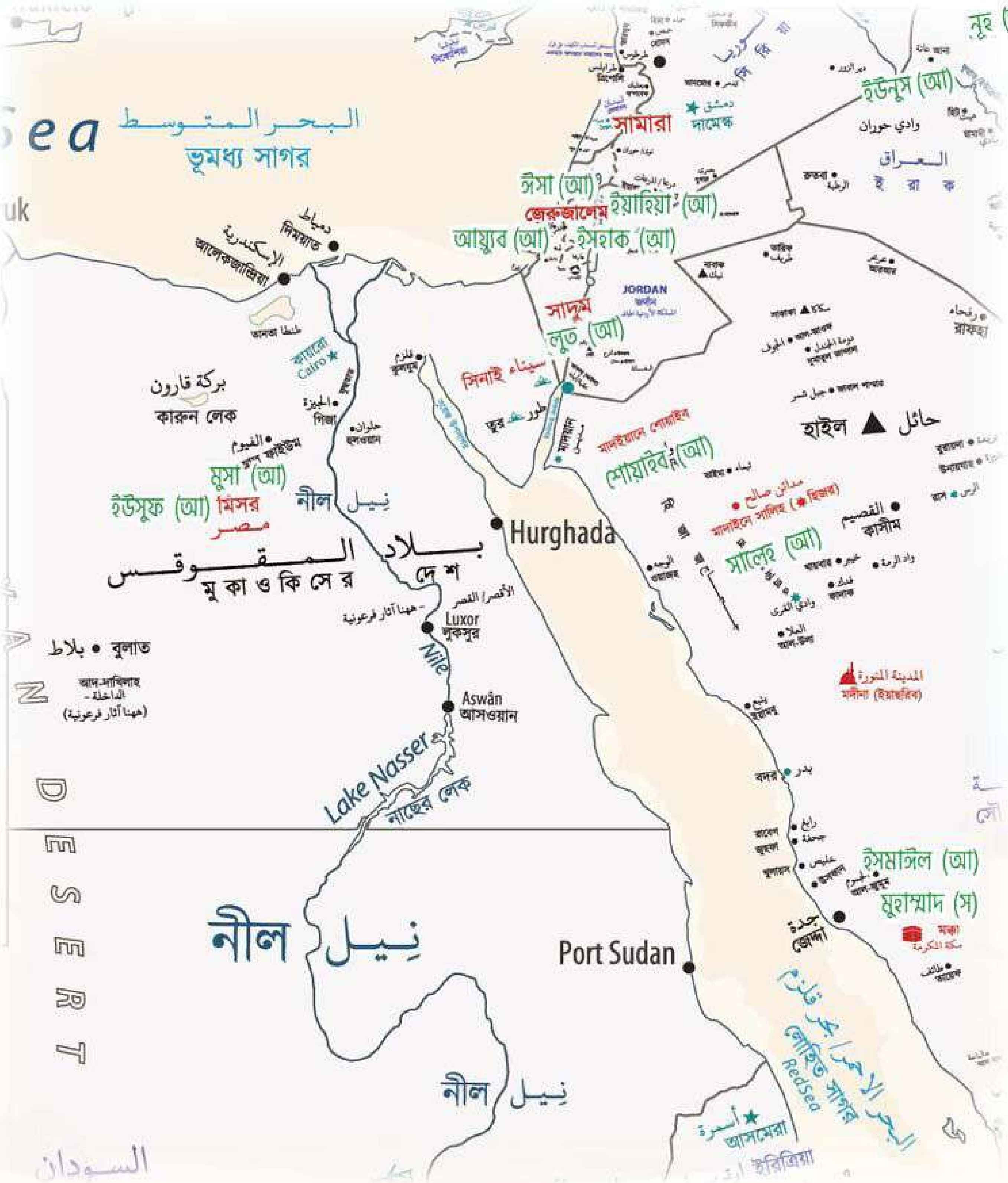

Sea
البحر المتوسط
ভূমধ্য সাগর
নূহ (আ)
ইউনুস (আ)
وادي حوران
العراق
ই রা ক
সামারা
দামেস্ক
ঈসা (আ)
ইয়াহিয়া (আ)
জেরুজালেম
আয়্যুব (আ)
ইসহাক (আ)
JORDAN
সাদুম
লুত (আ)
সিনাই سيناء
হাইল حائل
শোয়াইব (আ)
সালেহ (আ)
القصيم
কাসীম
দিময়াত
আলেকজান্দ্রিয়া
কায়রো Cairo
بركة قارون
কারুন লেক
মুসা (আ)
ইউসুফ (আ) মিসর
مصر
নীল نيل
Hurghada
بلاد المقوقس
মুকাওকিসের দেশ
Luxor
লুকসুর
Nile
Aswan
আসওয়ান
بلاط • বুলাত
Lake Nasser
নাছের লেক
المدينة المنورة
মদীনা (ইয়াছরিব)
ইসমাঈল (আ)
মুহাম্মাদ (স)
জেদ্দা
মক্কা
Port Sudan
নীল نيل
লোহিত সাগর
RedSea
البحر الأحمر
D E S E R T
নীল نيل
আসমেরা
ইরিত্রিয়া
السودان

সাপ
ইস্ফাহান
ইরান
إيران
ইবলীস
ইরাক
العراق
সিরিয়া
সৌদি আরব
السعودية
হাওয়া (আ.)
জেদ্দা
মক্কা
আরাফা
عرفات
বদর
بدر
আফগানিস্তান
পাকিস্তান
ভারত
إنديا
ওমান
ইয়ামেন
আরব সাগর
লোহিত সাগর
এডেন উপসাগর
المحيط الهندي
ভারত মহাসাগর
ইথিওপিয়া
اثيوبيا
আদ্দিস আবাবা
আদম (আ.)
শ্রীলংকা

মাজুসী

মাজুস বা মাজুসিরা হলো এমন একটি সম্প্রদায় যারা মূলত দুই খোদার তত্ত্বে (দ্বৈতবাদ বা Dualism) বিশ্বাস করত। তাদের বিশ্বাস মতে, মহাবিশ্বে দুটি মূল শক্তি রয়েছে: আহুরা মাজদা (ইয়াজদান): আলোর দেবতা, যিনি সব ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা। আহরিমান: অন্ধকারের দেবতা, যিনি সব মন্দের সৃষ্টিকর্তা। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٧)

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদি হয়েছে, যারা সাবিঈ, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক হয়েছে- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছুই সম্যক প্রত্যক্ষকারী। (২২:১৭)

তারা আলোকে আল্লাহর পবিত্রতার প্রতীক মনে করত এবং এ কারণে তারা সবসময় একটি পবিত্র আগুন জ্বালিয়ে রাখত এবং সেটিকে কেন্দ্র করে উপাসনা করত। এ জন্যই ইসলামি ইতিহাসে তারা অগ্নিউপাসক হিসেবে পরিচিত। নবী মুহাম্মাদ (স) এর জন্মের রাতে পারস্যের বিখ্যাত হাজার বছর ধরে জ্বলতে থাকা মাজুসি অগ্নিকুণ্ডটি অলৌকিকভাবে নিভে গিয়েছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

রাসূলুল্লাহ (স) এর সময়কার আরব শাসন ব্যবস্থা

রাসুলুল্লাহ (স) এর সময়ে আধুনিক যুগের মতো সুসংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না। বরং আরবে দুই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রথমত, মুকুটধারী বাদশাহ যারাও মূলত পরিপূর্ণ স্বাধীন ছিল না। দ্বিতীয়ত, গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা। প্রকৃত মুকুটধারী বাদশাহ মূলত ছিল ইয়েমেনের বাদশাহ, সিরিয়ার গাসসান বংশের বাদশাহরা, ইরাকের হীরার বাদশাহরা। এছাড়া সাম্রাজ্য বলতে ছিল ইরানে পারস্য সাম্রাজ্য বা সাসানিক এম্পায়ার এবং বর্তমান ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেন্টাইন এম্পায়ার।

আরবের প্রতিটি গোত্রই ছিল এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। গোত্রের প্রধানকে বলা হতো 'শায়খ' বা 'আমির'। সাধারণত বীরত্ব, উদারতা, বয়স এবং অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গোত্রপ্রধান নির্বাচিত হতেন।

মক্কায় কুরাইশদের একটি বিশেষ শাসন পরিষদ ছিল, যাকে 'মালা' বলা হতো। এটি ছিল মূলত মক্কার বিভিন্ন প্রভাবশালী গোত্রপ্রধানদের একটি যৌথ কাউন্সিল। 'দারুন নদওয়া' (সংসদ ভবন সদৃশ ঘর) নামক স্থানে তারা মিলিত হয়ে যুদ্ধ, সন্ধি বা বাণিজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিত।

কোনো কেন্দ্রীয় আদালত না থাকায় অপরাধের শাস্তি গোত্র নিজেই কার্যকর করত। "রক্তের বদলে রক্ত" বা "প্রাণের বদলে প্রাণ" ছিল প্রধান নিয়ম। এক গোত্রের কেউ অন্য গোত্রের কাউকে হত্যা করলে দুই গোত্রের মধ্যে বছরের পর বছর যুদ্ধ লেগে থাকত।

বদরের মহাযুদ্ধ

(মানদণ্ড নির্ণয়ের দিন, এইদিন যখন দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল)

১৭ রমাযান ২ হি.

১৩ মার্চ ৬২৪ খ্রি.

"আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সার্বিকভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো প্রাচীর"। (৬১: ৪)

"বস্তুত: আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো"। (৩: ১২৩)

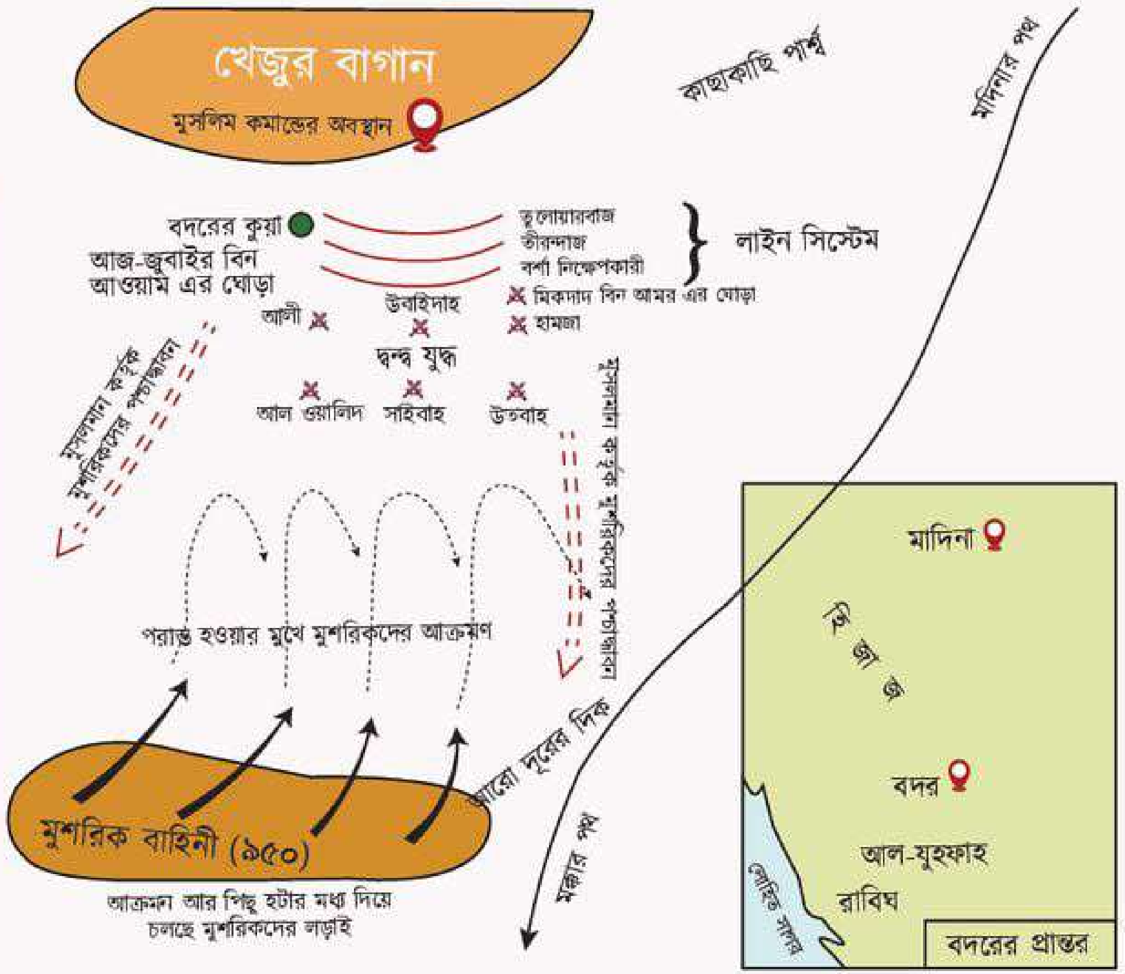

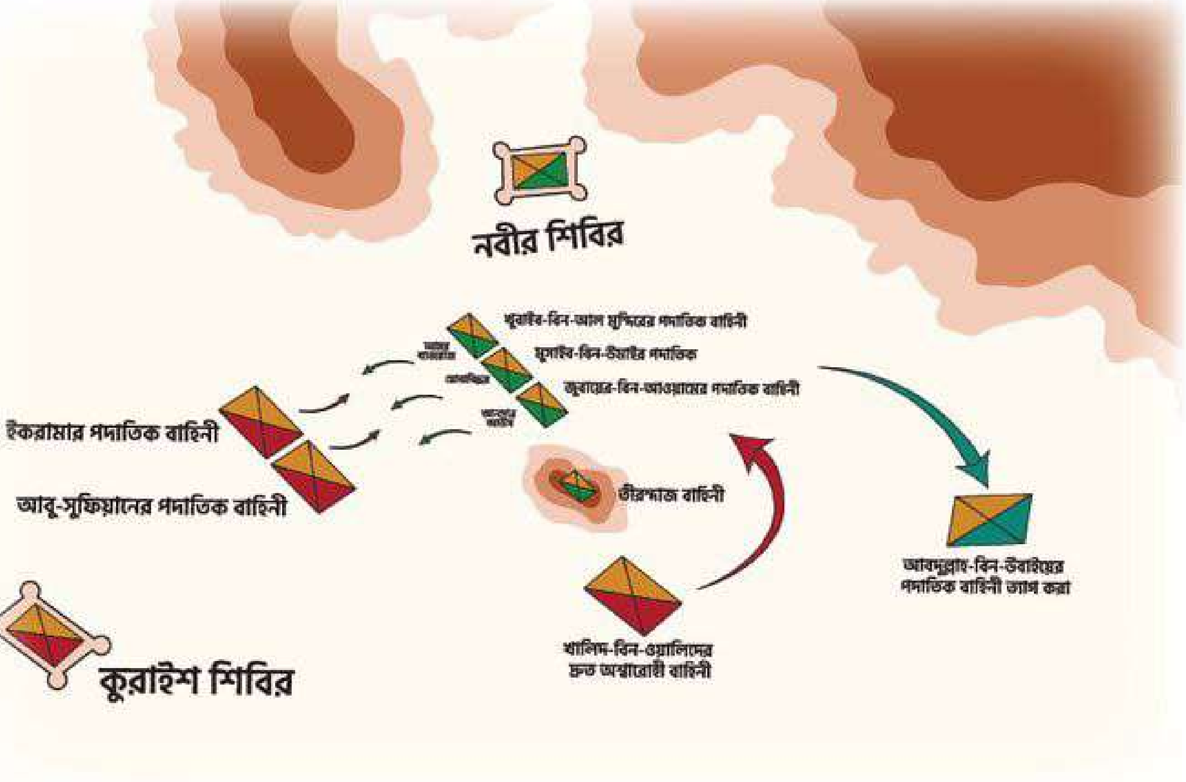

সাহাবীগণের অতুলনীয় বীরত্বের সম্মুখে কাফির বাহিনী কচুকাটা হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এমনকি তারা তাদের সেনা শিবির ছেড়ে সবকিছু ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাতে থাকে। বারা ইবনু 'আযেব (রা) বলেন, মুশরিক বাহিনীর মধ্যে পালানোর হিড়িক পড়ে গেল। তাদের নারীরা পায়ের গোছা বের করে ছুটতে লাগল। মুসলিম বাহিনী তাদের পিছনে তরবারি নিয়ে ধাওয়া করল। অতঃপর সবাই তাদের পরিত্যক্ত গনিমতর মাল জমা করতে শুরু করল'। কাফিরদের পলায়ন ও মুসলিম বাহিনীর গণীমত জমা করার হিড়িক দেখে গিরিপথ রক্ষী তীরন্দাজ দল ভাবল যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অতএব আর এখানে থাকার কি প্রয়োজন? গনিমতর মাল ও দুনিয়ার লোভরূপী শয়তান সাময়িকভাবে তাদের মাথায় চেপে বসল। দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের আনছারী (রা) তাদেরকে বলেন,

أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالُوا وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ

তোমরা কি ভুলে গেলে রাসূল (স) তোমাদেরকে কি বলেছিলেন? জবাবে তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই লোকদের সঙ্গে গণীমত কুড়াব' (বুখারী হা/৩০৩৯)।

আযহাবের যুদ্ধে নির্মিত পরিখা

রাসূলুল্লাহ (স) এর ভূমি বিজয়

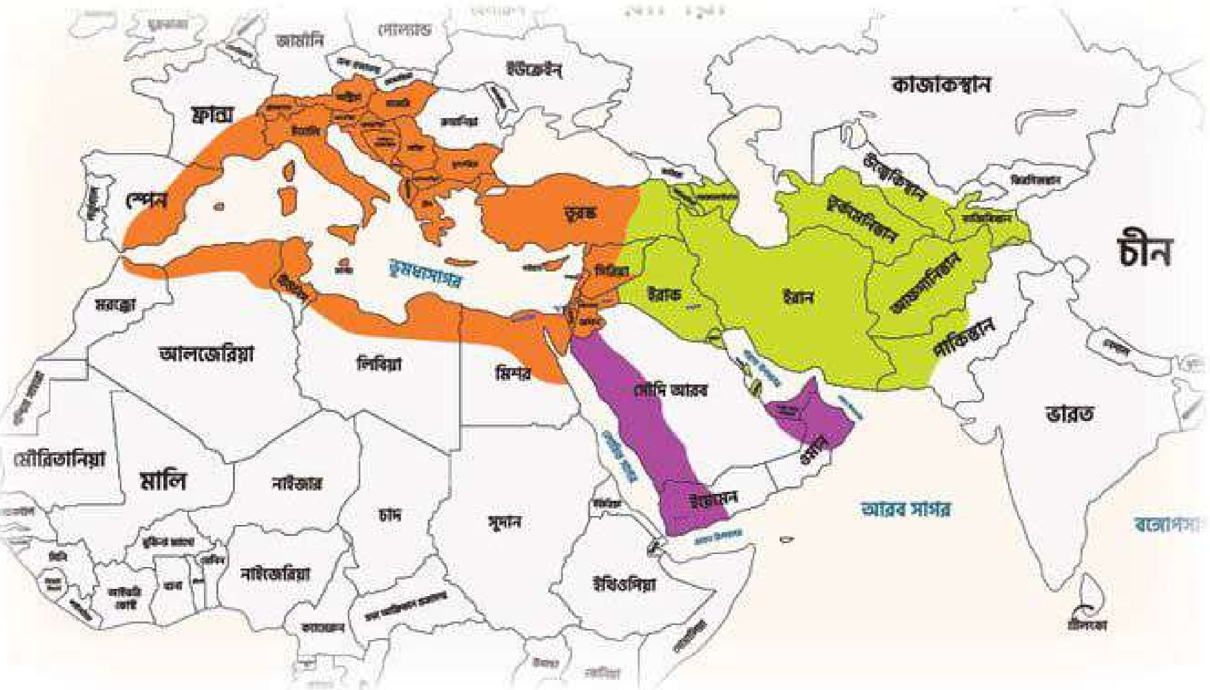

নবীজি (স)-এর ভূমি বিজয়ের ইতিহাসকে মূলত তিনটি প্রধান ধাপে ভাগ করা যায়:

ক) মদিনা ও আশপাশের অঞ্চল (১ম থেকে ৭ম হিজরি)ঃ হিজরতের পর প্রথম কয়েক বছর মদিনা রাষ্ট্রের পরিধি কেবল মদিনা শহর এবং তার আশেপাশের কিছু বেদুইন গোত্রের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মদিনার উত্তরে অবস্থিত ইহুদিদের বিশাল ও সুরক্ষিত দুর্গ 'খাইবার' বিজয়ের মাধ্যমে উত্তর আরবে মুসলিমদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ) মক্কা বিজয় ও আরবের কেন্দ্রস্থল (৮ম হিজরি)ঃ মক্কা বিজয়ের পর আরবের প্রধান কুরাইশ গোত্রের পতন ঘটে এবং কাবার চারপাশের সমস্ত এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। মক্কা বিজয়ের পরপরই হুনাইনের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্র এবং পরবর্তীতে তায়েফের বনু সাক্বীফ গোত্র আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ও মদিনার আনুগত্য স্বীকার করে।

গ) দূরবর্তী অঞ্চল ও সীমান্ত অভিযান (৯ম থেকে ১১শ হিজরি)ঃ তাবুক অভিযানে যদিও যুদ্ধ হয়নি, তবে এই অভিযানের ফলে উত্তর আরবের বহু খ্রিস্টান ও ইহুদি গোত্র কর বা জিজিয়া দেওয়ার চুক্তিতে মদিনার অধীনে আসে। এছাড়া ৯ম ও ১০ম হিজরিতে আলী (রা), মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-কে ইসলামের দাওয়াত ও প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে আরবের দক্ষিণে পাঠানো হয়। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইয়েমেন, ওমান, বাহরাইন এবং ইয়ামামার বড় বড় গোত্রগুলো যুদ্ধ ছাড়াই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে মদিনার শাসন মেনে নেয়।